বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Model Question & answer for 6th Semester, 2020 (B.U Exam.)

Prepared by
Dr. Ajoy Saha
Astt. Prof. of Bengali

DSE – 3 : বিষয় : বিশ শতকের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্য

০২ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর :

১। কার সম্পাদিত, কোন পত্রিকায় 'চোখেরবালি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের নিজের সম্পাদিত 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'চোখেরবালি' (১৯০৩) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

২। "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।" – তাৎপর্যপূর্ণ এই মন্তব্য কে, কোথায় করেছেন ? সাহিত্যের এই নব পদ্ধতি কোন গ্রন্থ থেকে শুরু হয়েছে ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখেরবালি' (১৯০৩) উপন্যাসের ভূমিকায় এই তাৎপর্যপুর্ণ মন্তব্যটি করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই নব পদ্ধতি তাঁর 'চোখেরবালি' উপন্যাস থেকেই শুরু হয়েছে।

৩। 'চোখেরবালি' উপন্যাসে কে, কার সঙ্গে চোখেরবালি সম্পর্ক পাতিয়েছে এবং কেন ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'চোখেরবালি' উপন্যাসে বিনোদিনী আশার সঙ্গে চোখেরবালি সম্পর্ক পাতিয়েছে। যে সৌভাগ্য থেকে (মহেন্দ্রকে বিবাহ) বিধবা বিনোদিনী আজ নিজে বঞ্চিত, আশাকে তার অধিকারী হতে দেখে প্রথম থেকেই তার মনে একটা ঈর্শা জেগেছিল। সে যে আশার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, এ কথা সে যেন জানাতে চেয়েছে আশার সঙ্গে চোখেরবালি সম্পর্ক পাতিয়ে।

৪। রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যোপম উপন্যাস কোনটি ? তা কতসালে প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যোপম উপন্যাস হল 'গোরা'। উপন্যাসটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়।

৫। রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপন্যাসটির নাম লেখো। এটি কত সালে প্রকাশিত হয় ? গ্রন্থটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপন্যাসটির নাম হল 'শেষের কবিতা'। উপন্যাসটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রথমে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৯২৮ খ্রি) প্রকাশিত হয়।

৬। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কোন কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পরে স্বতন্ত্র নামে দিয়ে কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ?

উত্তর : 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের 'ঝর্‌না, তোমার স্ফটিকজলের / স্বচ্ছ ধারা' কবিতাটি 'নির্ঝরিণী' নাম দিয়ে 'মহুয়া' (১৯২৯) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৭। রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষায় লেখা শেষ উপন্যাস কোনটি এবং চলিতভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস কোনটি ?

উত্তর : সাধুভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) এবং চলিতভাষায় লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস হল 'ঘরেবাইরে' (১৯১৬)।

৮। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যে চারটি আখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলি কী কী ? আখ্যাংশ কার জবানিতে ব্যক্ত হয়েছে ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসের চারটি আখ্যান – 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' এবং 'শ্রীবিলাস'।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চারটি আখ্যান ভাগই শ্রীবিলাসে জবানিতে ব্যক্ত হয়েছে।

৯। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্যগুলি কী কী ?

উত্তর : 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্যগুলি এনেছেন তা হল –

'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' এই যে চারটি কাহিনি রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এগুলি ছোটোগল্প হিসেবেও সার্থক। আবার সবটা মিলিয়ে এটি একটি সার্থক উপন্যাস।

এটি একটি আত্মকথনরীতির উপন্যাস। ঔপন্যাসিক নন, শ্রীবিলাস সমগ্র আখ্যানেরই কথক।

এছাড়া উচ্চাঙ্গের দার্শনিকতা ও কাব্যিক ভাষা উপন্যাসের রচনাকৌশলে বিশেষত্ব নিয়ে এসেছে।

১০। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের শেষের কবিতাটি কী এবং তার তাৎপর্য কী ?

উত্তর : অমিতের প্রেম ও সংস্পর্শে এসে ধন্য লাবণ্য যখন শোভনলালকে বিয়ে করেছে আপাত এই গ্লানির সময় লাবণ্য দেহাতীত অতীন্দ্রিয় প্রেমকে হৃদয়ঙ্গম করে উপন্যাস শেষের কবিতায় আমিতকে জানিয়েছে –

"হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান-
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।"

১১। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ? প্রথমে এই উপন্যাসটির কী নাম ছিল ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৩৪ – চৈত্র, ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশের সময় প্রথম দুটি সংখ্যায় উপন্যাসটির নাম ছিল 'তিনপুরুষ'।

১২। রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লবচেতনার কথা রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসগুলিতে আছে ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেবাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লবচেতনার কথা আছে।

১৩। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি কোন পত্রিকায়, কখন প্রকাশিত হয় ? গল্পে পত্রটি কে লিখেছেন ?

উত্তর : 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় শ্রাবণ, ১৩২১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রটি লিখেছেন মেজোবউ মৃণাল।

১৪। রবীন্দ্রনাথের চলিতরীতির প্রথম গল্প কোনটি ? এর পরবর্তীকালে প্রকাশিত গল্পগুলি কি সবই চলিত রীতির ?

উত্তর : চলিতরীতিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সবুজপত্রে প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ, ১৩২১)। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের পরবর্তী গল্পগুলি সব চলিতরীতির নয়। 'ভাইফোঁটা', 'অপরিচিতা' সাধুরীতিতে লেখা। 'শেষের রাত্রি', 'তপস্বিনী' সাধু-চলিত মেশানো। 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪, সবুজপত্র) গল্প থেকে পরবর্তী সব গল্পই চলিত রীতিতে লেখা।

১৫। রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী'র অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির নাম লেখ। এই গল্পগুলির বিশেষত্ব কী ?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী'র অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হল - 'রবিবার', শেষকথা' এবং 'ল্যাবরেটরি'। এই গল্পগুলিতে বিজ্ঞানচেতনা বিশেষভাবে প্রধান্য লাভ করেছে। চরিত্রগুলির মধ্যে আধুনিকতার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

১৬। শরৎচন্দ্রের কোন গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করে ?

উত্তর : 'সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' ছদ্মনামে শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' (১৯০৩) গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ

করে।

১৭। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম কী ? তা কত সালে প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি'। গ্রন্থটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮। শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটির নাম কী ? গ্রন্থটি কয়টি পর্ব ?

উত্তর : শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' চারটি পর্বে প্রকাশিত হয়।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ১ম পর্ব ১৯১৭ সালে, ২য় পর্ব ১৯১৮ সালে, ৩য় পর্ব ১৯২৭ সালে এবং ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় এবং প্রথমে কী নামে প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৯১৫-১৯১৬ খ্রি) 'শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। প্রথম দুটি সংখ্যার পর ছদ্মনামের পরিবর্তে লেখক নিজের নাম ব্যবহার করেন। আর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাম দেন 'শ্রীকান্ত ১ম পর্ব'।

২০। পল্লীগ্রামের চিত্র নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে শরৎচন্দ্রের এমন দুটি উপন্যাসের নাম লেখ।

উত্তর : পল্লীগ্রামের চিত্র নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে শরৎচন্দ্রের এমন দুটি উপন্যাস হল 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) ও 'দেনাপাওনা' (১৯২৩)।

২১। ইংরেজ সরকার শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসকে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন ?

উত্তর : ইংরেজ সরকার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসটিকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

২২। 'দেনাপাওনা', 'পল্লীসমাজ' ও 'দত্তা' উপন্যাসগুলির নাট্যরূপের নাম কী কী ?

উত্তর : শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন 'ষোড়শী' ; 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন 'রমা' এবং 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন 'বিজয়া'।

২৩। বাংলা কথাসাহিত্যে 'বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী' কাদের বলা হয় ? তাঁদের জীবনকাল নির্দেশ কর।

উত্তর : বিশ শতকের তিন প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী' বা 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদের জীবনকাল হল –

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ১৮৯৪ খ্রি. – ১৯৫০ খ্রি.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৮৯৮ খ্রি. – ১৯৭১ খ্রি.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৯০৮ খ্রি. – ১৯৫৬ খ্রি.

২৪। তারাশঙ্করের প্রথম গ্রন্থের নাম কী বা তাঁর প্রথম রচনা কোনটি ? তা কখন প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : তারাশঙ্করে প্রথম একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 'ত্রিপত্র' নামের সেই কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৫। তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাসের নাম কী ? কত সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং তা কাকে উৎসর্গ করেছিলেন ?

উত্তর : তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাসের নাম 'চৈতালি ঘূর্ণি'। গ্রন্থটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয় । উপন্যাসটি তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

২৬। তারাশঙ্কর কোন গ্রন্থের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন ? গ্রন্থটি প্রথম কখন প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : তারাশঙ্কর 'গণদেবতা' উপন্যাসে জন্য ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। উপন্যাসটি প্রথম ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৭। তারাশঙ্কর কোন গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন ? গ্রন্থটি কখন প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : তারাশঙ্কর তাঁর 'রসকলি' গল্পগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গল্পগ্রন্থটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৮। 'গণদেবতা' কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ? পত্রিকায় প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নাম কী ছিল ?

উত্তর : 'গণদেবতা' উপন্যাসটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ থেকে চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশকালে এটির নাম ছিল 'চণ্ডীমণ্ডপ', কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক উপন্যাসটির নাম দেন 'গণদেবতা'।

[আসলে উপন্যাস রচনার শুরুতে লেখকের পরিকল্পনা ছিল, "বইখানির নাম হবে 'গণদেবতা' ; তার দু'টি ভাগ থাকবে – প্রথম ভাগ 'চণ্ডীমণ্ডপ', দ্বিতীয় ভাগ 'পঞ্চগ্রাম'।"

২৯। 'পঞ্চগ্রাম' কোন পত্রিকায়, কখন প্রকাশিত হয় ? এটি তারাশঙ্করের কোন উপন্যাসের শেষ অংশ ?

উত্তর : 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ, ১৩৪৯ থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি 'গণদেবতা' উপন্যাসের শেষ অংশ।

৩০। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে কখন প্রকাশিত হয় ? কোন কোন গ্রাম নিয়ে পঞ্চগ্রাম গঠিত ?

উত্তর : তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, কুসুমপুর, দেখুরিয়া এবং কঙ্কনা – এই পাঁচটি গ্রাম নিয়ে উপন্যাসে পঞ্চগ্রাম গঠিত।

৩১। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র কত সালে গ্রান্থাকারে প্রকাশিত হয় ? এই উপন্যাসে কাদের জীবনচিত্র আখ্যায়িত হয়েছে ?

উত্তর : তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে লেখক বাঁশবাদীর কাহার সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র আখ্যায়িত করেছেন।

৩২। তারাশঙ্করের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম লেখ।

উত্তর : তারাশঙ্করের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হল 'গন্নাবেগম', ছায়াপথ', 'অরণ্যবহ্নি' প্রভৃতি।

৩৩। 'কবি' উপন্যাসের কবিয়ালের নাম কী ? যে দুই নায়িকা তাঁর জীবনে এসেছিল তাদের নাম লেখ।

উত্তর : তারাশঙ্করের 'কবি' (১৯৪২) উপন্যাসটির নায়ক কবিয়ালের নাম নিতাই ডোম। তার জীবনে প্রথমে এসেছিল ঠাকুরঝি এবং পরে এসেছিল বসন।

৩৪। মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের দুটি গল্পের নাম লেখ।

উত্তর : মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের দুটি বিখ্যাত গল্প হল 'কালাপাহাড়' ('রসকলি' গল্পগ্রন্থ) এবং 'নারী ও নাগিনী' ('জলসাঘর' গল্পগ্রন্থ)।

৩৫। বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প কোনটি ? গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩৬। 'পথের পাঁচালি' কোন পত্রিকায়, কত সালে প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' বিচিত্রা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

৩৭। 'পথের পাঁচালি' গ্রন্থাকারে প্রকাশ কখন হয় ? একই আখ্যানের পটভূমিতে লেখা বিভূতিভূষণের অপর উপন্যাসটির নাম কী ?

উত্তর : বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে (১৯২৯ খি)। 'পথের পাঁচালি'র অপুর জীবনের পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'অপরাজিত' (১৯৩২ খ্রি) উপন্যাস।

৩৮। 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের কয়টি পর্ব ও কী কী ?

উত্তর : 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের তিনটি পর্ব। যথা 'বল্লালী বালাই', 'আম-আঁটির ভেঁপু' ও 'অক্রুর সংবাদ'।

৩৮। কোন গ্রন্থের জন্য বিভূতিভূষণ রবীন্দ্র পুরস্কার পান ?

উত্তর : বিভূতিভূষণ তাঁর শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' (১৯৫০)-এর জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

৩৯। 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রকাশ কাল লেখ। এই আখ্যানের কথক কে ?

উত্তর : বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসটি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানের কথক হলেন নায়ক সত্যচরণ।

৪০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' কে বলেছেন ?

উত্তর : সমালোচক, প্রবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' কে বলেছেন

৪১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পের নাম কী ? এটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসীমামী' ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম কী ? এটি কখন প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী ও অন্যান্যগল্প' ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গল্পটি তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত ? গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়। এই প্রথমে 'ছোটোবড়ো' গল্পসংকলনের (১৯৪৮ খ্রি) অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে 'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ' (১৯৬৩ খ্রি) –এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি ? কত সালে তা প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী'। উপন্যাসটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪৫। 'জননী' উপন্যাসের জননী চরিত্রটির নাম কী ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' উপন্যাসের মূল চরিত্র তথা জননী চরিত্রটির না শ্যামা।

৪৬। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের কয়টি ভাগ ও কী কী ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫ খ্রি) উপন্যাসের তিনটি ভাগ – প্রথম ভাগ 'দিনের কবিতা', দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা' এবং তৃতীয় ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্য'।

৪৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিকথা' কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির নাম লেখ।

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইতিকথা' কেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস লিখেছেন – 'পুতুলনাচের ইতিকথা'

(১৯৩৬), 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬) এবং 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২)।

৪৮। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম কী ? উপন্যাসের শেষে তা পেশার কীরূপ পরিবর্তন ঘটে ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পদ্মার মাঝি কুবের। উপন্যাসের শেষে হোসেনমিয়ার আকর্ষণে মাঝি কুবের চলে যায় ময়নাদ্বীপে। পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে সেখানে কুবের চাষা করবে, হোসেন মিয়ার অনুর্বর দ্বীপ ময়নাদ্বীপকে উর্বর করবে।

৪৯। কোন গ্রন্থ সম্পর্কে এবং কোথায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই।" ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লেখকের কথা' গ্রন্থে 'চিহ্ন' (১৯৪৭ খ্রি) উপন্যাস সম্পর্কে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

৫০। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প কোনটি ? কোন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'কয়লাকুঠি' ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫১। শৈলজানন্দ কোন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ?

উত্তর : শৈলজানন্দ 'কালিকলম' পত্রিকার (১৩৩৩ – ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

৫২। 'মন্বন্তরে ট্রিলজি' কার লেখা এবং সেই ভাগগুলির নাম কী কী ?

উত্তর : ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে গোপাল হালদার এপিকধর্মী ইতিহাসাশ্রয়ী ধারাবাহিক তিনটি উপন্যাস লেখেন। 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), 'ঊনপঞ্চমী' (১৯৪৬) এবং 'তেরশো পঞ্চাশ' (১৯৪৭) এই তিনটি উপন্যাসকে 'মন্বন্তরে ট্রিলজি' বলা হয়।

৫৩। রাজশেখর বসুর প্রথম গল্প কোন পত্রিকায়, কখন প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : রাজশেখর বসু বা পশুরামের প্রথম গল্প 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (১৯২২ খ্রি) প্রকাশিত হয়।

৫৪। রাজশেখর বসুর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম কী ? এটি কত সালে প্রকাশিত হয় ?

উত্তর : রাজশেখর বসুর প্রথম গল্পগ্রন্থ হল 'গড্ডালিকা'। গল্পগ্রন্থটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯২৪ খি) প্রকাশিত হয়।

****

Prepared by Dr. Ajoy Saha, Astt. Prof. of Bengali, S.F.S Mahavidyalaya